International Journal of Applied Research 2021; 7(2): 70-73

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(2): 70-73
www.allresearchjournal.com
Received: 01-12-2020
Accepted: 03-01-2021

অনিতা ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক,দর্শন বিভাগ
সিধো-কানহো-বিরসা
বিশ্ববিদ্যালয় পুরুলিয়া

Corresponding Author:
অনিতা ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক,দর্শন বিভাগ
সিধো-কানহো-বিরসা
বিশ্ববিদ্যালয় পুরুলিয়া

নিবেদিতা ও সামাজিক উন্নয়ন

অনিতা ব্যানার্জী

সারসংক্ষেপ
মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল, যিনি পরিচিত ভগিনী নিবেদিতা নামে। ভগিনী নিবেদিতা ঈশ্বরের সেই চেতনশক্তির প্রকাশ যিনি ভারতীয় জনজীবনে নবজাগরন নিয়ে আসেন। সমাজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তা যেমন শিক্ষা, সেবা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, নারী জাতির উন্নয়নে তাঁর অবদান অতুলনীয়। ভগিনী নিবেদিতার আর্বিভাব ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরনীয়।স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার অন্যতম কান্ডারী তিনি। স্বামীজীর মূল মন্ত্র ত্যাগ ও সেবাকে তিনি বাস্তবে তুলে ধরেছেন তাঁর জীবনের মাধ্যমে। তাঁর কর্মস্থল এই ভারতকে মুক্তি লাভের সন্ধান দিতে চেয়েছেন ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে।। তিনি তাঁর জীবনকে এক সাধনায় উর্ত্তীণ করেছিলেন, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যেই যেন সর্বমুক্তির। তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেবায় ও সর্বপ্রকার কল্যানের নিরন্তর প্রচেষ্ঠায়। সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি দিকের সর্বাঙ্গীন কল্যানের যে প্রচেষ্ঠা তা তাঁর বিভিন্ন কর্মেই সুস্পষ্ট।কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আত্মোৎসর্গই ছিল তাঁর জীবনের পুরুষার্থ, যা ভারতের সমাজ জীবনের নবজাগরণ ঘটিয়েছে। আমার এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ভগিনী নিবেদিতার সাধনার ভূমি ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক জীবনের বিভিন্নদিকের উন্নতিসাধনে তাঁর অতুলনীয় অবদানগুলির ওপর আলোকপাত করা।

বিষয়সূচক শব্দাবলীঃ নিবেদিতা, ধর্ম, শিক্ষা, নারীজাতির উন্নয়ন

ভূমিকা
মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল বিশেষভাবে সুপরিচিত সিস্টার নিবেদিতা নামে। তিনি জন্মগ্রহন করেন ২৮ অক্টোবর ১৮৬৭, উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরণ প্রদেশের ডানগ্যানন নামে ছোট শহরে। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁর আহ্বানে ভারতে আসেন ১৮৯৮ সালে এবং নিজের জীবন মানব সেবায় উৎসর্গে ব্রতী হন।প্রকৃত মানুষ গঠনের জন্য বা মানবাত্মাকে সর্বোচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া এবং সার্বজনীন ধর্ম বা ধর্ম সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দের যে আদর্শ তাতে প্রভাবিত হয়ে যেভাবে ত্যাগ ও সেবার দ্বারা মানব সেবায় ব্রতী হন তাতে তাঁর গভীর মানবতাবোধকে প্রস্ফুটিত করেছে।সেই সময় পরাধীন ভারতের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য নিবেদিতার অবদান অনেকখানি। সমাজ জীবনের প্রতিটি দিকের তা ধর্ম, শিক্ষা, সেবা,নারী জাতির উন্নয়ন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের উন্নতিসাধনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন এবং তা বাস্তবায়িত করার যথাসম্ভব চেষ্টা তিনি করেছেন। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর সাধনার ভূমি এবং তার প্রতি ভালোবাসাও

ছিল সর্বোচ্চ। ভারতের মুক্তিসাধনের জন্য তাঁর যে আত্মোৎসর্গ তা অতুলনীয়। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'লোকমাতা' এবং শ্রী অরবিন্দ 'অগ্নিশিখা' নামে তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন । তিনি সাধারন মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিলেন 'সিস্টার'।

নিবেদিতা স্নেহময়ী মাতার মতো সমাজের কল্যান সাধন করে গেছেন। ভারতবর্ষের কল্যাণ জগতের কল্যান- স্বামী বিবেকানন্দের এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকার দেশ, এই আধ্যাত্মিক আর্দশই পারে সমগ্র জগৎ-কে কল্যানের পথ দেখাতে।তাই এই দেশের উন্নয়ন ঘটান ছিল তাঁর কাছে সমগ্র মানবজাতির উন্নয়ন ঘটান।এই উন্নয়নের অর্থ সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন।তাই সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র উন্নয়নে তাঁর অবদান অতুলনীয়, যা নবজাগরণের সৃষ্টি করেছে।সমাজ জীবনের যেদিক গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন ধর্ম যেহেতু ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, শিক্ষা যা যথার্থ ভাবে মানবতাবোধকে জাগ্রত করে, নারী জাতির উন্নয়ন এইদিক গুলিতে তাঁর যে অসামান্য অবদান সেগুলি এখানে আলোচনা করব।

ধর্মের ক্ষেত্র

স্বামী বিবেকানন্দের সাথে মার্গারেট এর সাক্ষাত মার্গারেটের জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মার্গারেট বিদ্যালয় জীবন থেকেই ছিলেন ধর্মমূখী।তাঁর বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত, যা সংযম, স্বার্থত্যাগ, পবিত্রতা প্রভৃতি বিকাশে সাহায্য করত। কিন্তু অপরদিকে এই ধর্মশিক্ষার কঠোর ও অসহিষ্ণুতা তাঁর হৃদয়কে ব্যাথিত করে। পরবর্তীকালে চার্চ নির্ধারিত ধর্ম জীবনের প্রতি তিনি ক্ষুদ্ধ হন। ধর্মের অসহিষ্ণুতা ও উদারতার অভাব তাঁকে বিচলিত করে। তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন সেই ধর্ম যেখানে থাকবে উদারতা ও অন্য ধর্মের প্রতি সমমনোভাব অর্থাৎ যেখানে থাকবে সর্বধর্ম-এর সম্বন্বয়।স্বামী বিবেকানন্দের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি এরূপ এক ধর্মের সন্ধান পান। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তের যে ব্যাখ্যা 'প্রত্যেক ধর্মই সত্য, প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর বর্তমান। বিভিন্ন ধর্ম একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ'।- এই উদারতত্ব তাঁর চিত্তকে পূর্ণ করে।তিনি ছিলেন সত্যের অনুসন্ধানী এবং তিনি অনুধাবন করেন সত্য ও ধর্ম এক।স্বামী বিবেকানন্দের মতে প্রত্যেক ধর্মই আংশিক সত্যকে প্রকাশ করে তাই কোন একটি ধর্ম কে যেমন একমাত্র সত্য বলা যায় না আবার সম্পূর্ণ অস্বীকারও করা যায় না।প্রত্যেক ধর্মের সারাংশকে গ্রহন করার কথা তিনি বলেন এবং প্রত্যেক ধর্ম অন্যান্য ধর্মের মূলভাবকে গ্রহন করে নিজেদের সম্পূর্ণ করবে এতে কোন বিরোধীতা নেয় আবার নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করারও কিছু নেয়।স্বামী বিবেকানন্দের এই মত ধর্মপ্রাণা নিবেদিতাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তী তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশও ঘটে। তিনি সমাজ কল্যানমূলক কাজে কখনই ধর্মের বিভেদ করেন নি। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মুক্তির জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ভারতের মতো ধর্মপ্রধান ও আধ্যাত্মিকার দেশে এইরূপ ধর্মের সমন্বয় ও তার মধ্য দিয়ে মানবতাবোধকে জাগ্রত করা তাঁর জীবনই যেন দৃষ্টান্তস্বরূপ যা সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম দিক।

শিক্ষার ক্ষেত্র

সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনাই ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য।যা নিবেদিতাকে স্পর্শ করে।এই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করা সম্ভব যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে এবং শিক্ষার প্রসারের দ্বারাই তা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভগিনী নিবেদিতা শিক্ষার প্রসারের ব্রতী হন। যথার্থ শিক্ষায় পারে মানুষের মনের সংকীর্ণতাকে দূর করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে।স্বামী বিবেকানন্দের যে ইচ্ছা মানুষ তৈরী করা, তা বাস্তবায়িত করার প্রবল আকাঙ্খা ছিল তাঁর।তিনি ভারতের যে প্রাচীন শিক্ষা তার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন জগতের ধর্মমতগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারত এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য সাহিত্য এর পরিবর্তে প্রাচ্য সাহিত্য পাঠে, যা সত্যিই উন্নতি ঘটাতে পারে। তিনি মনে করতেন পুরাতন প্রথার মধ্যে নারীগণ কেবল শৃঙ্খলা নয়, জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করেছে। ভগিনী নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন, যাতে মানুষের অন্তরাত্মা জাগরিত হয়। তাঁর বক্তৃতায় জাতীয়তাবোধ, ভারতের ঐক্য, ব্রহ্মচর্য পালন বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় যে প্রাচীন রীতি জীবনের প্রথম ভাগ ছাত্রাবস্থাই ব্রহ্মচর্য পালন, তার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই ব্রহ্মচর্যই পারে

আর্দশ ভবিষ্যত মানব গঠন করতে। স্বামীজী মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং ভারতের কোন নারী যদি এই কার্যে এগিয়ে আসে তাও তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর এই আশা পূর্ণতা লাভ করে নি। ভারতের নিপীড়িত, অবহেলিত নরনারীর জন্য স্বামীজীর যে ব্যাকুলতা, তা স্পর্শ করে করেছিল ভগিনী নিবেদিতাকে।তিনি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেখানে মুখে মুখে চলত শিক্ষাদান সাথে ছিল ছবি আঁকা, সেলাই ও খেলাধূলা। তিনি স্বয়ং সেলাই ও অঙ্কনের ক্লাস নিতেন এছাড়া ইতিহাস ও ইংরেজী পড়াতেন।ভগিনী নিবেদিতা শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে নিরন্তর ভাবনা চিন্তা করতেন। নিবেদিতার ক্ষুদ্র বিদ্যালয় ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রথমে পরিচিতি লাভ করে 'সিস্টার নিবেদিতা স্কুল' রূপে পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ের নাম হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন অসাধারন লেখিকা, তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থ জ্ঞানের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে।নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ কে বলেছিলেন " ভারতবর্ষকে আমি ভালবেসেছি বিবেকানন্দ পড়ে। আর বিবেকানন্দকে আমি চিনেছি নিবেদিতার লেখায়"।[1] তাই বলা যায় তৎকালীন ভারতবর্ষে জ্ঞানের বিস্তার বা শিক্ষার বিস্তারে ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম।

নারী জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে

স্বামী বিবেকানন্দের মতে নারী জাতি ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের উন্নতি ছাড়া ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। তাই তিনি নারী জাতি ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহনের কথা বলেন।নারী জাতির শিক্ষার আর্দশ নিয়ে স্বামীজী চিন্তা ভাবনা করতেন।তিনি মনে করতেন প্রাচীনের নারীগণ যেমন ইতিহাসে নিজেদের নামাঙ্কিত করেছে ভবিষ্যতেও নামাঙ্কিত করবে।স্বামীজীর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভগিনী নিবেদিতা মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন কিন্তু সেই সময় ছাত্রী পাওয়া সহজ ছিল না, নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি এই কার্য শুরু করেন।তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃত শিক্ষায় পারে নারীকে তার যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত করতে তাই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্বামীজীর মতে নারীজাতির শিক্ষার আর্দশ হবে প্রাচীন ভারতের নারীদের শ্রেঠত্ব গুনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সম্বন্বয় যা নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সাহায্য করবে।এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন নিবেদিতা। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বলেন শিক্ষা হবে আর্দশমুখী। বিদেশী শিক্ষাকে অনুকরণ না করে অতীতের হিন্দু নারীদের যে নম্রতা, সহিষ্ণুতা, করুণা তাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেন।তিনি বলেন "যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ সাধন করতে গিয়ে নম্রতা ও কমনীয়তা বিনষ্ট করে তা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না...সুতরাং ভারতীয় নারীদের জন্য এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতার বিকাশ সাধন।..."[2]।তিনি ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে বলেন-"... অন্য সকল দেশের চেয়ে ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীদের জন্মদাত্রী..."[3]। তিনি ১৯০১ সালে ইংল্যান্ডে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন "পৃথিবীতে হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের মতো সুন্দর জিনিস বোধ হয় আর কিছু নেই। ভারতীয় রমনীর আর্দশ প্রেম নয়, ত্যাগ। এই আর্দশ অক্ষুন্ন রেখে আমি হিন্দুনারীদের আধুনিক পাশ্চাত্যের কার্যকরী শিক্ষা দিতে চাই"।[4] অর্থাৎ ভারতীয় নারীদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল অনেক উচু। ভারতীয় নারী অশিক্ষিত, তা তিনি মানতেন না।অক্ষর পরিচিতি না থাকা মানে অশিক্ষিত একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেন ভারতীয় নারীরা যে ভাবে রামায়ন, মহাভারত মুখস্থ বলেন তাতে তাদের অশিক্ষিত বলা যায় না।তিনি চাইতেন প্রাচীন ধর্মভাবকে উপেক্ষা না করে ভারতীয় নারীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।তিনি নারীদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেন, যারা নারীদের সকল সমস্যার সমাধান করবে,ধর্মের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তাদের থাকবে না। অর্থাৎ তিনি নারীদের এমন ভাবে জাগরিত করতে চেয়েছিলেন যাতে নারীরা নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন

[1] চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার,পৃ-৯৩৯

[2] ভারতের নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার,১৯৯৮, পৃ-৬৫

[3] ভারতের নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার,১৯৯৮, পৃ-৬৫

[4] ভারতের নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার,১৯৯৮, পৃ-৫৭

সাধন করতে পারে। তিনি নারীদের পুরুষদের সমতুল্য মর্যাদা দানের কথা বলেন। তিনি বলেন ভারতে জ্ঞানের যে উন্মেষ ঘটেছিল তাতে পুরুষ ও নারীর সমান অবদান। নারীদের যোগ্যতাকে যথাযথভাবে তুলে ধরার কথা তিনি বারে বারে বলেন। তাই বলা যায় নারীজাতির উন্নয়নে ভগিনী নিবেদিতা অবদান অতুলনীয়।

উপসংহার

ভারতবর্ষ ছিল ভগিনী নিবেদিতার কাছে কর্মভূমি,সমস্ত আশা-আকাঙ্খার স্থান।তিনি ভারতবর্ষকে আপন করে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জনগনের জন্য যেভাবে ত্যাগ ও সেবা করেছেন তা সত্যি অতুলনীয়।সমাজের যে মূল ক্ষেত্রগুলি ধর্ম, শিক্ষা, নারী জাতি এই প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ চিরস্মরনীয়।ধর্ম সম্পর্কে তাঁর যে উদারতা ও অন্য ধর্মের প্রতি সমমনোভাব এবং সর্বধর্ম-এর সম্বন্বয়ের যে প্রচেষ্ঠা যা সত্যই সমস্ত ভেদাভেদ দূর করে মানবতাবোধকে জাগ্রত করতে পারে, যা সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান দিক।তিনি বারে বারে জাতীয়তাবোধের কথা বলেছেন।প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়,তাই তিনি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন 'শিক্ষার অর্থ বাইরের জ্ঞান ও শক্তি আহরণ করা নয়, নিজের ভিতরের শক্তিকে সম্যক বিকশিত করে তুলবার সাধনা'।[5] ভগিনী নিবেদিতার মধ্য ছিল সেই জীবনী শক্তি যে শক্তি অন্যদের বিকশিত করতে পারে।নারী জাতির উন্নয়নেও তাঁর অবদান অসীম। তৎকালীন সমাজে আলাদা ভাবে নারী শিক্ষা চিন্তা করায় হত না, সেই সময় নিবেদিতা এই নারী শিক্ষার বিষয়ে উদ্যগী হন।তিনি ছিলেন শিক্ষয়িত্রী,সাহিত্যিক,বৈজ্ঞানিক,শিল্পী- জীবনের সকল দিকের পূর্ণ প্রকাশ তাঁর মধ্য।তিনি এমনই মহাত্মা যিনি এই জগতের সকল মানুষের কল্যানের কথা সর্বদা চিন্তা করতেন।তিনি ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেও তার এই কর্মভূমি ছেড়ে চলে যান নি। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মুক্তির জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মানবপ্রেম, দেশসেবা, জনকল্যান প্রতিক্ষেত্রে তাঁর সমতূল্য দূর্লভ।ভারতের সমাজ জীবনের উন্নয়নে তাঁর অবদান অতুলনীয় যা শুধু অতীতে নয়, বর্তমান ও ভবিষতেও তা সুদূর প্রসারী।তাঁর জীবনাদর্শ বর্তমান সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও গ্রহন করা দরকার তাহলে অনেক সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে সমাজ মুক্তি পাবে এবং মানবতাবোধ জেগে ওঠবে যা পরম আনন্দকে লাভ করতে সাহায্য করবে।

গ্রন্থপঞ্জিকা

1. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা,ভগিনী নিবেদিতা,রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল,কলকাতা,দশম সংস্করণ,২০১৭
2. ভারতের নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার,১৯৯৮
3. স্বামী বিবেকানন্দ,ভারতের নারী, উদ্বোধন কার্যালয়,কলকাতা,২০১২
4. চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার,কলকাতা,২০১২
5. স্বামী বিবেকানন্দ,বাণী ও রচনা,উদ্বোধন কার্যালয়,কলকাতা,১৩৬৭

[5] ভারতের নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার,১৯৯৮, পৃ-৬৪